আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

জনগণের প্রতীক

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪৩ (সাপ্তাহিক) • ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • ২২ মাঘ ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 43 (Weekly) • 5 FEBRUARY, 2021 – 11 FEBRUARY, 2021 • Friday • Rs. 3.

আমরা যা বলি, সময়ের আগে করি, বিজেপির প্রতিশ্রুতি মানেই ভাঁওতা

আদিবাসীদের জনজোয়ারে জননেত্রীর সাফ কথা

মেঘাংশী দাস

তিনি যে কথা দিলে কথা রাখেন, তা গত চার দশকে বাংলায় বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের 'চা-সুন্দরী' প্রকল্পে নিজস্ব বাড়ি সংক্রান্ত নথি ফালাকাটায় হাতে তুলে দিয়ে আরও একবার নজির গড়লেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বিজেপি কি একটাও প্রতিশ্রুতি রাখে? একটিও নির্বাচনী শর্ত পূরণ করেছে গেরুয়া পার্টি? উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে একাধিক সভায় এমনই মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। প্রশ্ন করেছেন, উত্তরবঙ্গে একাধিক আসনে লোকসভা নির্বাচনে ভোট নিয়ে গেল, বিনিময়ে এই দুই বছরে বিজেপি সাংসদরা উত্তরবঙ্গকে কী দিলেন? নির্বাচিত সাংসদরা কি সাধারণ মানুষের জন্য কিছু কাজ করেছেন? জননেত্রীর ঐতিহাসিক জনসভায় উপস্থিত লক্ষাধিক জনতা একসুরে উত্তর দিয়েছেন, 'না'। আসলে ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে জিতলে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা দেওয়া বা ২০১৯ সালে বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি, কোনওটাই পালন করেনি বিজেপি। বস্তুত এই কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করে তীব্র স্বরে প্রতিবাদী ভাষা ফুটে উঠেছে লক্ষ আদিবাসীদের কণ্ঠে। মানবিক নেত্রীকে সামনে রেখে সমবেত জনতা বুঝিয়ে দিয়েছে, আসন্ন ভোটে ইভিএমে বোতাম টিপে গেরুয়া পার্টির নির্বাচনী প্রতারণার জবাব দেবে বাংলা।

জননেত্রী প্রশ্ন করেন, "আমরা যা বলি, তাই করি। আটটা চা-বাগান খুলেছি। লোকসভা ভোটের আগে সাতটা চা-বাগান খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, একটাও কি খুলেছে? দিল্লি বারবার বলে, কিন্তু ভোট নিয়ে পালিয়ে যায়।" তৃণমূলে যোগ দেওয়া ডুয়ার্সের আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া ওরফে টাইগার। জনসভার পরে রাজেশ বলেন, "আমি ও আমাদের সংগঠন লোকসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে ছিল। কিন্তু ওরা আদিবাসীদের জন্য কোনও পতিশ্রুতি রাখেনি। দিদি উন্নয়ন করে দেখিয়েছেন। তাই এবার আমরা তৃণমূলকে সমর্থন করব। ৬০টি বাগানে আমাদের মজবুত সমর্থন রয়েছে। বিজেপি জবাব পাবে।"

তৃণমূলনেত্রী বলেন, "বিজেপি দলটা লোভীতে ভরে গিয়েছে। যে যত ভ্রষ্টাচারী সে বিজেপিতেই যাবে। ওদের যেতে দিন। আমি সব জানি। সব লাফঝাঁপ বিধানসভা ভোটের পর বন্ধ হয়ে যাবে। বাম-কংগ্রেসের কিছু সিট ছাড়া তৃণমূলের কোনও সিট বিজেপি জিততে পারবে না।" অর্থাৎ মমতা বলতে চান, যে সব এমএলএ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছেন, তাঁরা কেউ ভোটেই জিততে পারবেন না। তাঁদের আরও সতর্কবার্তা দিয়ে মমতা বলেন, "আমরা বিজেপিকে বাংলা থেকে তাড়াব। ওদের ভয়টয় পাই না।

দুয়ের পাতায়

আমি তোমাদের লোক... ফালাকাটায় আদিবাসীদের গণবিবাহে অংশ নেওয়ার পর নাচের সঙ্গে পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলের বিকল্প তৃণমূল

'২১-এ আবার বিপুল জয়ের বার্তা মমতার

জাগো বাংলা নিউজ : মা-মাটি-মানুষের সরকার গত দশ বছরে যা কাজ করেছে, গত ৫০ বছরে হয়নি। তবে সন্তুষ্টি নয়। কারণ মানুষের কাজ শেষ হয় না। তাই আবারও ক্ষমতায় এসে আরও বেশি উন্নয়নের কাজ করতে হবে। কারণ যে পরিমাণে কাজ হয়েছে, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। সাফ জানিয়ে দিলেন জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প তৃণমূল কংগ্রেস। আর কেউ না। তৃণমূল আরও উন্নততর তৃণমূলের দিকে যাবে।"

ভোটের মুখে এসে মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করছে বহিরাগত পরিযায়ীর দল। মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপি চায় দাঙ্গা, আমরা চাই উন্নয়ন। মাথায় রাখতে হবে ত্রিপুরায় উন্নয়নের মিথ্যা বুলি আউড়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। সঙ্গে নিয়েছিল কংগ্রেস থেকে যাওয়া সাত-আটজন শক্তিশালী বিধায়ককে। ক্ষমতায় এসেই শুরু হল অত্যাচার। ন্যূনতম দাবি মেটেনি। উল্টে জুটেছে অনুন্নয়ন, মিথ্যা কথা আর দাঙ্গা।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মঞ্চ থেকে কলকাতায় ফিরে তপসিলি সম্প্রদায়ের মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে এই কথাগুলোই বুঝিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ করেছেন সেখানকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কথা। তিনিও এই কথা জানিয়েছেন। তাঁর সেই কথা তুলেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "মানকিবাবু বলেছেন, যান গিয়ে ত্রিপুরায় গিয়ে দেখে আসুন মানুষের কী হাল করেছে? একটা রিকশাওয়ালার উপর কী অত্যাচার, ঠেলাওয়ালার উপর কী অত্যাচার করেছে। আপনাদের কারও তো মাইনে বন্ধ হয়নি। এতবড় আমফান চলে গেল, কোনও শিক্ষকের মাইনে বন্ধ হয়নি। খাদ্যের টাকা, উন্নয়নের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র।" তাঁর কথায়, "এখানেও সেই ফর্মূলা নিয়ে ভেবেছে কয়েকটা গদ্দারকে নিয়ে সরকার তৈরি করব। লজ্জাও করে না।"

কিছু মানুষ অযথা গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খালি বলছে এই চাই, ওই চাই। এর প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী নিজের জীবনের কষ্টের দিনগুলোর কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, "আমি অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছি। কারও কাছে ভিক্ষা করিনি। আমার বাবা-মা কোনওদিন শেখায়নি চুরি করতে। বই কিনতে পারিনি, কিন্তু কারও কাছে এই আবদার করিনি। দুপিস পাউরুটি কেউ বিনা পয়সায় দিত না। লাইব্রেরিতে বসে খাতা টুকে পড়াশোনা করতাম। কত কষ্ট করেছি আমরা।" এমন কষ্টার্জিত জীবনের মূল্য চোকাতে তাঁকে কী করতে হয়েছে সেসব জানিয়ে বলেছেন, "ছোটবেলায় বাবা মারা গিয়েছে। ছয় ভাই, দুবোন। কত বড় সংসার। ছোট ভাইটার বয়স দুবছর। আমার উপরে দাদা। সংসার চালিয়েছি। দাদাকে দাঁড় করিয়েছি। না হলে সংসারটা ভেসে যেত। সঙ্গে রাজনীতিও করেছি। রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠতাম। রান্না করতাম। ভাই-বোনেরা কী খাবে। মাকে কাজ করতে দিতাম না। তার পর কলেজে গিয়ে ৬টা ১৫-র ক্লাস অ্যাটেন্ড করতাম।"

দুয়ের পাতায়

গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে এসসি-এসটি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী, পাশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেকধারী কেন্দ্রের ফেক বাজেট

ধিক্কার মমতার

- পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস অগ্নিমূল্য
- বাজেটের জন্য মূল্যবৃদ্ধি হবে
- এলআইসি-র ৭৪% শেয়ার বেসরকারি হাতে
- ব্যাঙ্ক বেসরকারি হাতে তোলার ঘোষণা
- রেল, সেইল, এয়ার ইন্ডিয়া-সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির ষড়যন্ত্র
- কৃষকরা অনশন করছেন, সরকার নীরব
- বাংলাকে সব দিক দিয়ে চূড়ান্ত বঞ্চনা

কর্মবীর দাসশর্মা

কৃষি সেসের নামে কেন্দ্রীয় বাজেটে যে বোঝা চাপানো হল তাতে সবাই সর্বস্বান্ত হবে। রেহাই পাবেন না কৃষকরাও। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে, আগুন লাগবে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে। নীলকর সাহেবদের মতো অত্যাচার চলছে। এই সেসই ওদের শেষ করবে। দেশ বেচার বাজেট এটা। ভেকধারী সরকারের ফেকধারী বাজেট। বাংলাকে নজিরবিহীন বঞ্চনা করা কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পর এভাবে তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই জনতার মনের কথা, গরিবদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "ভেকধারী ফেক বাজেট। যাঁরা নিজেদের দেশপ্রেমিক বলেন, তাঁরাই দেশ বেচে দিচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা যাঁরা বোঝেন না, তাঁদের ঘরে ফেরার ট্রেন দেন না, তাঁরা দলত্যাগীদের চার্টার্ড প্লেনে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছেন।"

কেন্দ্রীয় বাজেটে সেস চাপানোর নেপথ্য চক্রান্ত ব্যাখ্যা করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "সেসের নামে ঘুরপথে বাড়ানো হল পেট্রোল-ডিজেলের দাম। পরপর আটবার পেট্রোলের দাম বাড়ল। পেট্রোলে চার টাকা আর ডিজেলে আড়াই টাকা বাড়বে এই সেস চালু হলে। সর্বস্বান্ত হবে কৃষক, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষ। এই সেসই শেষ করে দেবে সবকিছু।" বাংলাকে বঞ্চনার পাশাপাশি দেশ বিক্রি করার কেন্দ্রীয় বাজেট যে নির্বাচনে তাঁর রাজনৈতিক হাতিয়ার হবে সেই ইঙ্গিত দিয়ে জননেত্রী বলেন, "জীবন বিমার ৭৪ শতাংশ শেয়ার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আপনি গেলেন! আপনার সঞ্চয় পাবেন তো? রেল সেল, ভেল, এয়ার ইন্ডিয়া, সব বিক্রি করছে। সবাইকে বলব, এবার এই বিজেপিকে বিক্রি করে দিন।" সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "সব বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা আর নেই। সেই জায়গায় এই রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত। কেন্দ্রের রাজ্যকে দেখে শেখা উচিত।" মুখ্যমন্ত্রী এরপর বলেন,"অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এমন ভিনডিকটিভ সরকার জীবনে দেখিনি। সাধারণ মানুষের নয়, কোটিপতিদের স্বার্থরক্ষাই এরা করে।" রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় যে সমস্ত প্রকল্পগুলি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অধিকাংশ খাতে হয় এক হাজার টাকা এবারের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে, নয়তো শূন্য। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের ইস্যুতে লাগাতার বাংলাকে বঞ্চনা করে চলেছে।

দুয়ের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ বেচা বাজেট

এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ। সেটা শুধু কোভিড ১৯ অতিমারীর কারণেই নয়, সেই সঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের এনডিএ সরকারের জনবিরোধী নীতি, ভ্রান্ত পদক্ষেপ এবং দিশাহীনতা পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছে। এই সরকারের একগুঁয়ে মনোভাব, অসংবেদনশীলতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই সরকারের সাড়ে ছয় বছরের শাসনকালে মানুষের জীবনধারণই কঠিন হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২১-২২ আর্থিক বছরের সাধারণ বাজেট তার থেকে আলাদা কিছু যে হবে না, সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। যেমনটা ভাবা হয়েছিল, তেমনই একটি দিশাহীন বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই বাজেট নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। জননেত্রীর প্রতিক্রিয়া— 'দেশ, ধর্ম, সব বেচে দেবে ওরা'। তাঁর বলা এই এক লাইনেই বিজেপি সরকারের এই বাজেটটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই বাজেটে যদি কিছু বলা হয়ে থাকে, তা হল সরকারি সম্পত্তি বেচে দেওয়ার নির্লজ্জ ঘোষণা। বাজেটের থিম : সেল ইন্ডিয়া। সরকারের কোনও নীতি নেই, লক্ষ্য নেই সরকারি রাজকোষে অর্থ উপার্জনের। তাই সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে টাকা তোলাকেই সহজ পথ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রেল, বিএসএনএল, সব বেসরকারীকরণ করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। জ্বালানির দাম বাড়ছে উত্তরোত্তর। কৃষকরা মরছেন। বাস্তবিকই, এটা দেশের প্রথম পেপারলেস বাজেট। এই বাজেটের একটাই থিম, সেল ইন্ডিয়া। বাজেটে কোনও দিশা নেই। রেলপথ, বিমানবন্দর, বন্দর, বিমা বিক্রি হয়েছে। সাধারণ মানুষ উপেক্ষিত। কৃষকরা উপেক্ষিত। ধনী আরও ধনী হচ্ছেন। মধ্যবিত্তের জন্য কিছুই নেই। গরিব মানুষ আরও গরিব হচ্ছেন। বাংলা একটি অঙ্গরাজ্য। কিন্তু সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের মা-মাটি-মানুষের সরকার সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলির পাশাপাশি, রাজ্যের পরিকাঠামোতেও ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। রাস্তা তৈরিতে বাংলা এক নম্বরে। বাংলা গতকালই যা করে ফেলেছে, আজ সেটাই বলছে কেন্দ্র। কেন্দ্র আজ বাংলায় ৬২৫ কিমি নতুন রাস্তার কথা বলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮ সালে ৫,১১১ কিমি এবং ২০১৯ সালে ১,১৬৫ কিমি রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল গড়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন জননেত্রী। তাও মাত্র দশ বছরের মধ্যে। যা অন্য যে কোনও রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব তা করে দেখাতে পেরেছেন শুধু তিনি জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই। মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর কর সংস্কার করে বিপুল রাজস্ব বাড়ানো হয়েছে। তার থেকে একটা বড় অংশ প্রতিমাসে আগের সরকারের করে যাওয়া ঋণের টাকা মেটাতেই খরচ হয়ে যায়। এর পরেও বাকি টাকায় রাজ্যের উন্নয়ন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তাতে কেন্দ্রের সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায়নি। উপরন্তু কেন্দ্র রাজ্যের পাওনা টাকা মেটায়নি। এখন ভোটের মুখে রাজ্যের রাস্তা তৈরিতে অর্থ বরাদ্দ দেখনদারি রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ভেকধারী সরকারের ফেকধারী বাজেট। পরিসংখ্যান তুলে এনে বললেন, "বাংলায় ৮৫ হাজার কিমি রাস্তা করেছি। এখন বলছে ৬৫০ কিমি রাস্তা করবে। আপনি আসুন একটু হাঁটি হাঁটি পা পা করে যান।" গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের নিরিখে ২০১১ সালে ৩৯,৭০৫ কিমি গ্রামীণ রাস্তা ছিল। ২০১১-২০২০ সালের মধ্যে ৮৮,৮৪১ কিমি গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তায় বাংলা এক নম্বরে। তৃণমূল মনে করছে, এই বাজেট যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ওপর আবার আঘাত। রাজ্যগুলি থেকে রাজস্ব ছিনতাই করে নেওয়া হচ্ছে এই বাজেটে।

বিপন্ন এলআইসি-ব্যাঙ্ক, মানুষের সঞ্চয় লুঠের ষড়যন্ত্র বিজেপির

তীর্থ রায়

গোটা দেশকে বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে চলছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আর্থিক সংস্কারের নাম করে মোদি সরকার শুধু দেশের সম্পত্তি তাদের পেটোয়া ব্যবসায়ীদের কাছে বেচেই চলেছে। সম্প্রতি মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন যে বাজেট পেশ করলেন, তাতে শুধুই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বেচার গল্প। ইন্দিরা গান্ধী একসময় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে কোটি কোটি মানুষের সঞ্চয় রক্ষা করেছিলেন। সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে এবার বেচে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন সীতারমন। বিজেপি আমলে নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়ার মতো ব্যাঙ্ক লুঠেরারা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে। এবার মোদি সরকার ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বৈধপথেই জনগণের সঞ্চয় লুঠ করে নিতে চাইছে। গতবছরের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল, এলআইসি-র বেসরকারিকরণ হবে। এবার সীতারামন ঘোষণা করেছেন, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এলআইসি-র শেয়ার বাজারে ছেড়ে দেওয়া হবে। দেশের কোটি কোটি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তিল তিল করে এলআইসিতে সঞ্চয় করে আসছেন। সেই বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় এবার চলে যাবে বেসরকারি হাতে। মোদি সরকারের পেটোয়া কিছু ব্যবসায়ী জনগণের সঞ্চয় নিয়ে লুঠপাট চালাবে।

এলআইসির শেয়ার বেচা ও ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণকে নরেন্দ্র মোদির সরকার সংস্কার হিসাবে প্রচার চালাচ্ছে। বলা হচ্ছে, দেশে এই তীব্র কৃষক সংকটের মধ্যেও মোদি সরকার সংস্কার থেকে পিছু হটেনি। কৃষিতে সংস্কারের উদ্দেশে তিনটি আইনের সংশোধন করা হয়েছে বলে মোদি সরকারের মিথ্যা দাবি। এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে গোটা দেশে কৃষকরাই মাঠে নেমে গিয়েছে। যে আইন তাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা নামিয়ে আনবে বলে কৃষকরা আশঙ্কা করছে, সেই আইন কীভাবে সংস্কার হয়? মোদি সরকারের কাছে এর কোনও জবাবই নেই। কৃষকরা দিল্লির প্রবল ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন দিল্লির রাস্তায় বসে রয়েছে। মোদি সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে নানারকম চক্রান্ত করে কৃষক আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার। সেই কৃষক আন্দোলনের চাপের মধ্যে দাঁড়িয়েও তারা বাজেটে সংস্কার থেকে পিছু হটেনি বলে প্রচার করছে। কী সেই সংস্কার? দেশের সমস্ত সম্পদকে বেচে দেওয়াই তারা সংস্কার বলতে বোঝাতে চাইছে। এই আর্থিক সংস্কারের কী লাভ সাধারণ মানুষের? এলআইসি-র বিপুল টাকা কিছু ব্যবসায়ী ও কয়েকটি কর্পোরেট সংস্থার হাতে চলে গেলে অর্থনীতির কী উপকার হবে? আসলে, লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে বেচে দিয়ে কোটি কোটি টাকা তুলতে চাইছে কেন্দ্র। সেই টাকা মোদি সরকারের মাতব্বররাই দুর্নীতি করে পকেটে ভরবে। আজ পর্যন্ত কেন বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসিদের দেশে ফেরানো গেল না, সেই প্রশ্নের জবাব কারও কাছে নেই। অথচ, এই মোদি ২০১৪ সালের ভোটের আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে পারলে তিনি বিদেশ থেকে অসাধু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জমানো সমস্ত কালো টাকা উদ্ধার করে আনবেন। সেই উদ্ধার করা টাকা তিনি দেশবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন। প্রতিটি দেশবাসী ১৫ লক্ষ টাকা করে পাবে বলেও মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গত সাতবছর সরকার চালিয়েও মোদির সেই প্রতিশ্রুতির কথা খেয়াল নেই। কীভাবে দেশবাসীকে তিনি ভাঁওতা দিয়েছিলেন, তা এখন মোদি ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন না। বিদেশ থেকে এক কানাকড়ি কালো টাকা মোদি দেশে ফেরাতে পারেননি। এখন উল্টে দেশের সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থের সঞ্চয়ে হাত দিতে চাইছেন তিনি। বাজেটে সংস্কারের নামে সীতারমন যা ঘোষণা করেছেন, তার পরিণতি ভয়ংকর। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশে সবার প্রথমে সরব হয়েছেন জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি সরকার যখনই মানুষের টাকা লুঠের চেষ্টা চালিয়েছে, তখনই প্রতিবাদে সরব থেকেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বাজেটের পরেও তিনি সরব হয়েছেন। আজ সময় এসেছে মোদি সরকারের এই ভয়ংকর নীতির বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষের গর্জে ওঠার। দেশের সব প্রান্তের সমস্ত মানুষ যদি এলআইসি ও ব্যাঙ্ক বেচে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে গর্জে না ওঠে, তাহলে আগামিদিনে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হবে।

> বাজেটে সংস্কারের নামে সীতারমন যা ঘোষণা করেছেন, তার পরিণতি ভয়ংকর। **এর বিরুদ্ধে গোটা দেশে সবার প্রথমে সরব হয়েছেন জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।** মোদি সরকার যখনই মানুষের টাকা লুঠের চেষ্টা চালিয়েছে, তখনই প্রতিবাদে সরব থেকেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা যা বলি, সময়ের আগে

একের পাতার পর

কেউ কেউ ভয় পাচ্ছেন বলে তৃণমূল ছেড়ে পালাচ্ছেন। যখন এদের লেজে আগুন দিয়ে বিজেপি একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটাবে, তখন এরা বুঝবে।"

উন্নয়নকে বাজি রেখেই আলিপুরদুয়ারে ভোট চেয়ে ফের প্রতিশ্রুতি পালন না করা বিজেপিকে আক্রমণ করে বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, "বড় ফুল ভাল না। ওরা কথা দিলে রাখে না। ছোট ফুল অনেক ভাল। কথা রাখে। তাকে ভোট দিন। আমি চাই শান্তি, ওরা চায় দাঙ্গা। আমি করি উন্নয়ন, ওরা করে বিসর্জন। আমি চাই কর্মসংস্থান, ওরা চায় সংকোচন।" বিজেপির তথাকথিত 'সোনার বাংলা' স্লোগানকে কটাক্ষ করে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, "আপনি বাংলায় ৬৫০ কিলোমিটার রাস্তা বানাবেন বলেছেন। আমি ৮৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা বানিয়ে ফেলেছি। সোনার বাংলা গড়তে হবে না, দেশের মানুষকে রোটি কাপড় আর মকান দিন।"

ভেকধারী কেন্দ্রের ফেক বাজেট

একের পাতার পর

এমনকী জিএসটি খাতে পাওনা দশ হাজার কোটি টাকা এখনও দেয়নি।

ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় বাজেটে ৬৭৫ কিমি রাস্তা তৈরির ঘোষণা করা নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন জননেত্রী। বলেন, "কেন্দ্রীয় বাজেটে শুধুই ভাঁওতা। বলছে রাস্তা করবে। রাস্তা আমরা করেছি। তোমাদের করতে হবে না। ওই টাকা আন্দোলনরত কৃষকদের উন্নয়নে ব্যয় করো।" মুখ্যমন্ত্রীর দাবি সমর্থন করে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেন, রাজ্য গত নয় বছরে ৮৮ হাজার ৮৪১ কিমি গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করেছে। রাজ্য সড়ক করেছে ৫ হাজার ৫১১ কিলোমিটার। আরও ১ হাজার ১৬৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

বাংলাকে কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার উল্লেখ করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "বাংলাকে ওরা কিছু দেয় না। কোচবিহার মালদহ বালুরঘাট এয়ারপোর্ট আমরা রেডি করে দিয়েছি। কেন্দ্র প্লেন চালায়নি। ওরা যদি না চালায় আমরা আইনের মধ্যে থেকেই নিজেরা এবার চালিয়ে দেব।" জননেত্রী আরও বলেন, " নানা খাতে সেস বসিয়েছে। সব জিনিসের দাম বাড়বে। কৃষকের উপর বোঝা।" বাংলার প্রতি লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জননেত্রী বলেন, "গুজরাত-মহারাষ্ট্রের চেয়ে এখন বাংলা এগিয়ে। আমি এই জন্য বলেছি কলকাতায় রাজধানী করতে। কলকাতা একসময় ছিলও। ঐতিহাসিক কারণেই তাই বলেছি।"

তৃণমূলের বিকল্প তৃণমূল

একের পাতার পর

এর পরও মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর চাহিদা কী। বলেছেন, "প্রাপ্তি আমার কী আছে? মানুষকে কিছু করে দিতে পারলে সেটা আমার প্রাপ্তি।"

এর প্রেক্ষিতেই আবার ত্রিপুরার দুরবস্থার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "ত্রিপুরার মানুষ একসময় বলত, 'সিপিএম আসিয়া, ত্রিপুরা দিল ভাসাইয়া'। এখন বিজেপিকে নিয়ে এ কথা বলছে। একবার যান গিয়ে দেখে আসুন। ওখানকার অনেকে ভয়ে এখানে এসে থাকে।"

এর পরই মুখ্যমন্ত্রী তপসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, তৃণমূল সরকারকে মানুষ যে ভালবাসা দিয়েছে তাই নিয়েই আবার ক্ষমতায় আসবে জননেত্রীর সরকার। তাঁর কথায়, "বাংলায় থেকে বাংলার সঙ্গে গদ্দারি করলে তাদের মানুষ ক্ষমা করে না। মীরজাফরকে মানুষ বিশ্বাস করে না।" বলেছেন, "নির্বাচনের সময় যতই ভয় দেখাক, আমাদের জিততে হবে।" কারণ ধুলোমাটি মাখা গ্রামবাংলাই তাঁর ঘর। সেই ঘরের উন্নয়নে তিনি ফিরে আসবেন বারবার।

শহিদ স্মরণে

গালওয়ান সীমান্তে দেশের জন্য লড়াই করে প্রাণ দেওয়া সৈনিক বিপুল রায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অমর জওয়ানের মূর্তির আবরণ উন্মোচন হল।

স্বাস্থ্যসাথীর সাফল্যের পর বিপুল সাড়া পেল 'চোখের আলোয়'

জাগো বাংলা নিউজ : একের পর এক প্রকল্পের হাত ধরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিলেন, কেন তিনি জনপ্রিয়। মানুষের পাশে থেকে মানুষের কথা বলাতেই ও মানুষের কাজ করে যাওয়াতেই আনন্দ তাঁর। আগেও তাঁর তৈরি করা বা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত কন্যাশ্রী, রূপশ্রী এবং আরও বহু প্রকল্প দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। একইভাবে এবার মানুষের কাছে পৌঁছে গেল স্বাস্থ্যসাথী বা চোখের আলো প্রকল্প। গত ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪১৩ জনকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে প্রায় দেড় কোটি লোককে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মানুষের সাড়া বাড়ছে। হাসপাতালগুলিতে উপকৃত হচ্ছেন লক্ষ মানুষ। আগেই মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বার্তা দিয়েছিলেন যেন কোনও বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তদের না ফেরায়। এমনকী কেউ আবেদন করলেও যদি কার্ড না পেয়ে থাকেন তবেও তাঁকে সেই প্রকল্পের সুবিধা দিতে হবে।

সাফল্যের নিরিখে স্বাস্থ্যসাথী ও চোখের আলো, এই দুই প্রকল্প যেন হাত ধরাধরি করেই চলছে। রাজ্যের সর্বত্র শিবিরে উপচে পড়া ভিড়। প্রতিটি শিবিরেই মহিলা ও বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি। সাফল্য অবশ্যই তাক লাগানো। পাঁচ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৫ দিনে পাঁচ লক্ষ পাঁচ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৩ জন বিভিন্ন শিবিরে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করিয়েছেন। বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন দুই লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭৬ জন। আরও এক লক্ষ ৩৯ হাজার ২২৫ জন চশমা পাবেন। তাঁদের জন্য বরাত নেওয়া হয়েছে। ছানি অপারেশন হয়েছে ৮৩৫৫ জনের। ১২৭৫টি গ্রাম পঞ্চায়ত এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে আগামী দিনে ধাপে ধাপে প্রতিটি গ্রামই এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখ্য, ৪ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'চোখের আলো' প্রকল্পের সূচনা করেন। বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় পরের দিনই। বিনামূল্যে দৃষ্টি পরীক্ষায় প্রথম তিন জেলা হল, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান। শিবির থেকেই বিনামূল্যে চশমা বিতরণে প্রথম তিন জেলা মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা। ছানি অপারেশনে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর। তবে সব জেলাতেই প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এই সংখ্যা।

‘জয়ী’ সেতুর উদ্বোধন, উৎসবে মুখরিত উত্তরের উন্নয়ন

■ উত্তরবঙ্গ উৎসবে বঙ্গরত্ন পুরস্কার প্রদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

জাগো বাংলা নিউজ : একদিকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনা অন্যদিকে রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন। বরাবরের মতো উন্নয়নের ডালি নিয়ে উত্তরবঙ্গে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি চারদিনের উত্তরবঙ্গ উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন উন্নয়নের কান্ডারি। এই মঞ্চেই বঙ্গরত্ন পুরষ্কার প্রাপকদের পুরষ্কৃত করেন তিনি। উৎসব উদ্বোধনের পর ফালাকাটায় গণবিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর ছোঁয়াতেই মেখলিগঞ্জে রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু ‘জয়ী’-র উদ্বোধন হয়। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের নিশিগঞ্জে কোনও দমকল কেন্দ্র ছিল না। সেই অভাবও উত্তরবঙ্গে সফরে মিটিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সূচনা করলেন নতুন দমকল কেন্দ্রের। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদহ এবং দুই দিনাজপুর মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে মোট বিধানসভা আসন ৫৪টি। প্রতিটি বিধানসভা আসনের সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জোয়ারে আপ্লুত। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর যখনই আসেন উত্তরবঙ্গের জন্য উন্নয়নের পসরা সাজিয়ে আনেন।শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনার শুরু হয় বঙ্গরত্ন পুরষ্কার প্রাপকদের পুরষ্কৃত করার মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ন’জনের হাতে তুলে পুরস্কার। যে ন’জন কৃতি বঙ্গরত্ন পুরষ্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন জলপাইগুড়ির পরিবেশবিদ রাজা রাউত, দক্ষিণ দিনাজপুরের সমাজকর্মী তাপস কুমার চক্রবর্তী, দার্জিলিং-এর সমাজকর্মী রঙ্গো সুরিয়া, উত্তর দিনাজপুরের শিক্ষাবিদ পার্থ সেন, আলিপুরদুয়ারে লোকসংস্কৃতি গবেষক প্রমোদ নাথ, শিলিগুড়ির চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী, কোচবিহারের সাংবাদিক মইনুদ্দিন চিস্তি, কালিম্পং এর নাট্য জগতের মানুষ সি কে শ্রেষ্ঠা ও মালদহের নাট্যকার অভিনেতা পরিমল ত্রিবেদী। উত্তরবঙ্গ উৎসবের মঞ্চেই মন্ত্রী গৌতম দেব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকারের দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকার মানুষের সমস্ত সমস্যার কথা শোনেন মন দিয়ে। উত্তরকন্যার কন্যাশ্রী ভবনে মুখ্যমন্ত্রী জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে শিলিগুড়ি শহরের সার্বিক পরিস্থিতির কথা শোনেন । উত্তরবঙ্গ উৎসবের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় বাজেটকে কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি বলেন, “ভেকধারী সরকারের ফেকধারী বাজেট। দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই সরকার।” উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনায় উপস্থিত সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর, এশিয়ান হাইওয়ে-২, মুখ্যমন্ত্রীর শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যা থেকে বেঙ্গল সাফারি, কাওয়াখালির উপনগরী, বর্ধমান রোডে নতুন উড়ালপুল, বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করার জমি দিয়েছে বর্তমান সরকারই। বিগত সরকারের আমলে এত উন্নয়ন দেখেনি উত্তরবঙ্গ। উৎসবের সূচনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘৩,২০০ কোটি টাকার করিডর হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে হয়ে গেছে। কুচবিহারে এয়ারপোর্ট কানেকটিভিটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই কোচবিহারেও প্লেন চলবে।” রাজ্যে রাস্তা তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দরকার নেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বরং সেই টাকা দরিদ্র কৃষকদের দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। উত্তরবঙ্গে কামতেশ্বরী সেতুরও উদ্বোধন করেন মমতা। উত্তরবঙ্গের নৃত্য শিল্পীরা উৎসবের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নৃত্য পরিবেশন করেন।

■ মেখলিগঞ্জে রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু ‘জয়ী’।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী

জনস্রোতে মিছিল, সভায় তোপ তৃণমূলের

বিজেপির বাংলা দখলের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে

জাগো বাংলা নিউজ : বাংলায় এসে মিথ্যা বলে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে কিছু পরিযায়ী পাখি। তারা দুঃস্বপ্ন দেখছে। বাংলাকে রক্ষার ডাক দিয়ে সেই পরিযায়ী নেতাদের জবাব দিল মা-মাটি-মানুষের দল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে।সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে বর্গীরা। তার প্রেক্ষিতেই তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সিনিয়র সাংসদ সৌগত রায়। সাফ বলে দেন, “অমিত শাহ স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন দেখার অধিকার মোটাদেরও আছে, রোগাদেরও আছে। আমি স্বপ্ন দেখতে ওকে বাধা দেব না। কিন্তু আমি বলব, মমতার সঙ্গে বাংলার কোটি কোটি লোক আছে। ওইসব বলে কোনও লাভ হবে না।”একই সুরে মানুষের কথা তুলে ধরেছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বলেছেন, “ওই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই থেকে যাবে।” শুধু কেন্দ্রের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্পই নয়, কৃষকদের নিয়েও রাজ্য সরকারের দেখাদেখি একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাই নিয়েও মিথ্যা বলে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারি সাম্প্রদায়িক দল। কৃষি আইনকে বলবৎ করে রেখে দিল্লিতে প্রবল আন্দোলনের মুখে পড়েছে কেন্দ্রের সরকার। কৃষকরা হুঙ্কার দিয়ে চলেছে। তাদের অন্ন বাঁচানোর তাগিদে এই আন্দোলন। কেন্দ্র চাইলেই আইন ফিরিয়ে নিতে পারে। ঠিক সেই প্রশ্নই তুলেছেন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বলেছেন, “এতই যদি কৃষকদের জন্য ভাবেন, তবে আগে তিন কৃষি আইন বাতিল করুন।”অন্যদিকে, কেন্দ্রের সরকার বারবার মিথ্যা বলছে যে, তাদের প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য নাকি রাজ্যের একটি তালিকা পাঠানোর কথা। অথচ, নিয়ম হল কেন্দ্রের পাঠানো তালিকা মিলিয়ে তাতে অনুমোদন দেয় রাজ্য। কিন্তু মূল তালিকাই পাঠাচ্ছে না কেন্দ্র। এই চালাকি ধরে ফেলেছে মানুষ। সাংসদ সৌগতবাবু তাই বলেছেন, “অন্যায় কথা বলছেন ওঁরা। আগে বলুন, রাজ্যের পাঠানো তালিকাটা অনুমোদন করেছেন। তার পর তো অর্থ পাঠানো যাবে।”রাজ্যের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বহুপূর্বে করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর এসেছে কেন্দ্রের সরকারের একটি কার্ড। যার ব্যয়ভারের অনেকটা অংশই রাজ্যের ঘাড়ে চাপবে। একইরকম দুটি সরকারি কার্ডের কোনও প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথাই জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ অযথা সেইসব প্রসঙ্গ তুলে মানুষকে ভুল বোঝাতে আসছে বহিরাগত পরিযায়ীরা। তারই প্রেক্ষিতে সাংসদ সৌগত রায় কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। বলেছেন, “বোধহয় খবর রাখেন না, ২ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি লোক স্বাস্থ্যসাথীর জন্য নাম লিপিবদ্ধ করেছে। তাঁদের মাধ্যমে ১০ কোটি লোক এর সুবিধা পাবে। আর ওরা জোর করে একটা বাজে স্কিম চালানোর চেষ্টা করছে, যা সবাইকে কভার করে না।”

■ বেহালায় দলীয় মিছিল, রোড-শোয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

কৃষি আইন প্রত্যাহার হোক, সর্বদলে সরব তৃণমূল কংগ্রেস

জাগো বাংলা নিউজ : শুরু থেকেই কেন্দ্রের নয়া তিন কৃষি আইনের বিরোধিতা করেছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের তৃণমূল কংগ্রেস। এবার সংসদের বাজেট অধিবেশনেও সেই নিয়ে তুমুল প্রতিবাদে নেমেছেন দলের সাংসদরা। জননেত্রীর নির্দেশে তিন আইন প্রত্যাহারের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা লোকসভা ও রাজ্যসভায় সরব হয়েছেন। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা বিল আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন।বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকা সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কৃষি আইন বাতিল করা হোক। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কৃষকদের উপর অবিচার করা চলবে না। নতুন কৃষি আইনের বিরোধিতায় এবং বিল এনে আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদে যে তৃণমূল কংগ্রেস যে সরব হবে, তা দলের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল। সেইমতোই কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণও বয়কট করা হয়েছে। কৃষি আইন নিয়ে সংসদেও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতার সুর যে চড়া থাকবে, সেই বার্তাই এদিন সুদীপবাবুর বক্তব্যে মিলেছে। পাশাপাশি এদিন সুদীপবাবু বলছেন, “সরকারের উচিত বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা। লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে কৃষকদের সঙ্গে অবিচার হওয়া উচিত নয়। এই আইন নিঃশর্তে বাতিল করা হোক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বদল বৈঠক ডাকুন। সেখানে শুধু সংসদীয় নেতা নয়, দলের প্রধান নেতা-নেত্রীদেরও ডাকা হোক। এই আইন নিয়ে চুলচেরা বিচার হোক। তাতে কেন্দ্র সরকার যে গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করছে সেই সদর্থক বার্তা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছবে।” পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ডাকা সর্বদল বৈঠকে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগীতার অভিযোগও তুলেছেন। সুদীপবাবু বলেছেন, “আমরা একটি ছোট রাজনৈতিক দল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার ফলে রাজ্য সরকার কাজ করতে পারছে না। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রয়েছে। এই কাঠামোর চরিত্র ও দর্শন নিয়ে সংসদে আলোচনা প্রয়োজন।” রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সুদীপবাবু। ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ নিয়ে যখন আলোচনা চলছে। এমনকী, ১৫ দিন আগেই সে বিষয়ে তাঁরই পৌরোহিত্যে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যেই রাষ্ট্রপতি কীভাবে ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ চালু হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা করলেন, তা নিয়ে সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ।

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪৩। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 43. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**